# সাধন-ভক্তির প্রাণ

**কৃষ্ণস্মৃতি।** সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে বিধি ও নিষেধ অনেক আছে। কিন্তু সমস্ত বিধির সার-বিধি একটী—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতি ; আর সমস্ত নিষেধের সার-নিষেধও একটী—শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি। "সততং স্মর্ত্তব্যো বিষ্ণু র্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যু রেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৫॥" অন্যান্য সমস্ত বিধি ও নিষেধ এই দুইটী-সার বিধিরই কিঙ্করতুল্য—তাহাদের অনুপূরক ও পরিপূরক মাত্র। যত কিছু ভজনাঙ্গ বিহিত হইয়াছে, সমস্তের উদ্দেশ্যই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির স্ফুরণ ও রক্ষণ। আর যত কিছু নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে, তৎসমস্তের উদ্দেশ্যও শ্রীকৃষ্ণবিস্মৃতিকে দূরে সরাইয়া রাখা—সুতরাং প্রকারান্তরে—শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিকে হৃদয়ে জাগ্রত রাখা। শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই হইল মূল লক্ষ্য—এ কথা স্মরণ রাখিয়াই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। প্রত্যেক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি হৃদয়ে জাগ্রত রাখিতে হইবে। ইহাই ভজনের মূল-রহস্য। মালা গাঁথিতে হইলে যেমন প্রত্যেকটী মালার ভিতর দিয়াই একই সূত্রকে চালাইয়া নিতে হয়, একই সূত্রদ্বারা বিভিন্ন মালা সংবদ্ধ হইয়াই যেমন ব্যবহারোপযোগী মালায় পরিণত হয়—তদ্রূপ, বিভিন্ন ভজনাঙ্গের প্রত্যেকের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিকে রক্ষা করিতে হইবে। সূত্রহীন মালা যেমন ব্যবহারের উপযোগী হয় না, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিহীন ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানও অভীষ্টসিদ্ধির উপযোগী হয় না। শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই ভজনের প্রাণ, সাধন-ভক্তির প্রাণ।

**কৃষ্ণস্মৃতির বৈচিত্রী।** এস্থলে সাধারণ ভাবেই—শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতির কথা বলা হইল। প্রত্যেক সাধকের শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিই তাঁহার ভাবের বা অভীষ্ট-সেবার অনুকূল হওয়া দরকার। কারণ, "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্কমাত্র সে বিচার॥ প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা॥" সুতরাং সাধকের ভাব অনুসারে শ্রীকৃষ্ণ-স্মৃতিরও অনেক বৈচিত্রী আছে। যিনি মধুর ভাবের সাধক, ভজনকালে তিনি মনে করিবেন—ব্রজে শ্রীশ্রীযুগল-কিশোর সখীমঞ্জরীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন (অথবা অন্য কোনও অবস্থায় লীলায় বিলসিত আছেন), আর সাধক স্বীয় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সেই স্থানে গুরুরূপা-মঞ্জরীগণের ইঙ্গিতে সাক্ষাদ্‌ভাবে যুগল-কিশোরের সেবার আনুকূল্য করিতেছেন। ভাগ্যবান্ ভক্তগণ এইভাবে অষ্টকালীন-লীলারই স্মরণ করিয়া থাকেন। এইরূপই মধুর-ভাবের সাধকের অন্তরঙ্গ-শ্রীকৃষ্ণস্মৃতি। অন্যান্য ভাবের সাধকদের স্মৃতিও এইরূপ—সকলেই স্মরণ করিবেন, তাঁহারা নিজ নিজ সিদ্ধদেহে নবদ্বীপে সপরিকর গৌরসুন্দরের এবং ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের অভীষ্ট-সেবা করিতেছেন। এইরূপ সাক্ষাৎসেবার প্রবৃত্তিকেই শ্রীজীব-গোস্বামী ভজন-নৈপুণ্য বা আসঙ্গ বলিয়াছেন। এই নৈপুণ্যহীন (সাক্ষাৎ-সেবার প্রবৃত্তিহীন) ভজনকে তিনি অনাসঙ্গ-সাধন বলিয়াছেন। অনাসঙ্গ-সাধনে—"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ ৯।৮।১৫॥"

**অনাসঙ্গ ভজন।** ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন—হরিভক্তি সুদুর্ল্লভ ; এই সুদুর্ল্লভত্ব দ্বিবিধ। প্রথমতঃ—কিছুতেই পাওয়া যায় না, একেবারে অলভ্যা ; দ্বিতীয়তঃ—পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সহজে নয়। এই দুই রকম সুদুর্ল্লভা ভক্তি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা সা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা। পূঃ ১।২২॥—অনাসঙ্গ (সাক্ষাদ্‌-ভজনে প্রবৃত্তিহীন) শত সহস্র সাধন দ্বারাও একেবারে অলভ্যা ; আর শ্রীহরিকর্ত্তৃক সহসা অদেয়া—এই দুই রকম সুদুর্ল্লভা ভক্তি।"

**সাসঙ্গ ভজন।** সাসঙ্গ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভজনে প্রবৃত্তিময়) ভজনে হরিভক্তি পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা হৃদয়ে থাকে, সে পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" শ্রীচরিতামৃতও বলেন—"কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তিমুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয় রাখে লুকাইয়া॥ ১।৮।১৬॥"

শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস বলেন—“ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়া। ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥ ৫।৩৪॥—জপ-হোমাদি-কর্ত্তার জপ-হোমাদি সমস্ত ক্রিয়া বিধানানুসারে আচরিত হইলেও ভূতশুদ্ধি ব্যতীত সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়।” ভূতশুদ্ধির প্রকার সম্বন্ধে নানা সম্প্রদায়ে নানা মত প্রচলিত আছে; শ্রীমন্‌-মহাপ্রভুর অনুগত বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোস্বামিচরণ সন্দর্ভে বলিয়াছেন—পার্ষদ-দেহ-চিন্তনই ভক্তের প্রকৃত ভূতশুদ্ধি। সুতরাং সাধক নিজ নিজ ভাবানুকূল পার্ষদদেহ (বা সিদ্ধদেহ) চিন্তা করিয়া ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিলে, সেই সমস্ত অনুষ্ঠান যথাবিধি নির্ব্বাহিত হইলেও নিষ্ফল হইবে—তদ্দ্বারা হরিভক্তি লাভ হইবে না। পার্ষদদেহ চিন্তা করিতে গেলেই উপাস্যের সাক্ষাতে উপস্থিতি চিন্তা করিয়া তদীয়-সেবা চিন্তা করিতে হয়; সুতরাং ইহাতেই সাক্ষাদ্‌-ভজনে প্রবৃত্তি সূচিত হয় এবং এইরূপ ভজনই সাসঙ্গ-ভজন। হরিভক্তি-লাভের পক্ষে ইহা অপরিহার্য্য।

---